সংবাদ

তারিখ 16 AUG 2012
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

দুর্নীতিগ্রস্ত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে বাণিজ্যের ফাঁদ পেতেছেন মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির অসাধু কর্মকর্তারা

রাকিব উদ্দিন

দুর্নীতিগ্রস্ত ও মালিকানা দ্বন্দ্বে জর্জরিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে চলছে নানা ধরনের অনৈতিক বাণিজ্য। স্বার্থের দ্বন্দ্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনও (ইউজিসি) বিতর্কিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী অবস্থান নিয়েছে। বরং দুর্নীতি ও অনাচার চলতে থাকলেই লাভবান হয় প্রশাসনের নীতিভ্রষ্ট কর্মকর্তারা। তাই ব্যক্তিস্বার্থেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দুর্নীতি, মালিকানা বিরোধ ও অবৈধ আউটার ক্যাম্পাস বাণিজ্য সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করা হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে, ৯টি বিশ্ববিদ্যালয় অবৈধ আউটার ক্যাম্পাস চালাচ্ছে। আর ইউজিসি বলছে, মাত্র চারটি বিশ্ববিদ্যালয় অবৈধ আউটার ক্যাম্পাস পরিচালনা করছে। এতে বিভ্রান্ত হচ্ছে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা।

তবে অভিযোগ উঠেছে, আউটার ক্যাম্পাসের সনদ বাণিজ্যের সুবিধা ভোগ করে এগুলোর কার্যক্রম অব্যাহত রাখতেই বিভ্রান্তিকর তথ্য সরবরাহ করছে শিক্ষা প্রশাসনের একটি চক্র। কয়েকটি প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ আউটার ক্যাম্পাস পরিচালনা করে আসলেও এগুলো বন্ধের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে না।

অভিযোগ পাওয়া গেছে, অভিযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে রক্ষায় মন্ত্রণালয় ও ইউজিসিতে গড়ে উঠেছে দু'টি শক্তিশালী সিন্ডিকেট। সিন্ডিকেটের হোতারা নিয়মিত মাসোহারা ভোগ করে প্রভাবশালী বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকদের সঙ্গে গড়ে তুলেছে গভীর সখ্য। তাই সরকার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম, সনদ বাণিজ্য ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিলে এর আগাম তথ্য চলে যায় শিক্ষা ব্যবসায়ীদের কাছে। এরপর শুরু হয় প্রভাবশালীদের তদবির ও কালো টাকার খেলা। এই অশুভ খেলার চক্রে থামাচাপা পড়ে যাচ্ছে দেশের শীর্ষস্থানীয় নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটির অনিয়ম, দুর্নীতি ও ভর্তি

দুর্নীতিগ্রস্ত : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৬

দুর্নীতিগ্রস্ত : বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বাণিজ্য। এ বিষয়ে জানতে চাইলে ইউজিসি'র চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রী) প্রফেসর ড. একে আজাদ চৌধুরী সংবাদকে বলেন, 'ইউজিসি কোন রকম দুর্নীতি ও অনিয়মকে প্রশ্রয় দিচ্ছে না। তবে এখানে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে গ্রুপিং আছে। তারাই পরস্পরের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করছে। এছাড়া ইউজিসি'র সব ধরনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি আমি, সদস্যসহ কয়েকজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। তাই নিম্নপদস্থ কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের দুর্নীতির কোন সুযোগ নেই।'

দুর্নীতিগ্রস্ত ও মালিকানা দ্বন্দ্বে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া সম্পর্কে তিনি বলেন, 'ইউজিসি তো নীতিনির্ধারক নয়। নীতিনির্ধারক হলো শিক্ষা মন্ত্রণালয়। দুর্নীতি ও অনিয়ম সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারাই ভালো বলতে পারবে'।

জানা গেছে, এই সরকারের গত সাড়ে তিন বছরে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি, অভ্যন্তরীণ বিরোধ ও অনাচারের লাগাম টানতে পারেনি শিক্ষা প্রশাসন। সব ক্ষেত্রেই বাধ সেধেছে প্রভাবশালীদের অনৈতিক তদবির, শিক্ষা প্রশাসনের দুর্বলতা ও দলবাজি। ফলে লাগামহীনভাবে চলছে অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। এ অবস্থায় গত ১১ আগস্ট ইউজিসি একটি গণবিজ্ঞপ্তিতে ৫২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানাসহ তালিকা প্রকাশ করে বলেছে, এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০' অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে। তাই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের সরকার ও কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় ও ঠিকানা যাচাই-বাছাইপূর্বক ভর্তি হওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছে সংস্থাটি। কিন্তু শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তা বলছেন, বর্তমানে কমপক্ষে এক ডজন বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকানা নিয়ে বিরোধ চলছে। সবচেয়ে বিতর্কিত দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সুপারিশ করেছে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন। ৯ বছর ধরে ভিসি, প্রো-ভিসি ও ট্রেজারার ছাড়া চলছে ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি। কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি ও অনিয়মের তদন্ত চলমান আছে এবং কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকানা নিয়ে উচ্চ আদালতে মামলাও চলছে। এর মধ্যেই ইউজিসি কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত ঠিকানা নির্ধারণ করে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করেছে, তা নিয়ে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা। ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটির বিষয়ে প্রফেসর একে আজাদ চৌধুরী বলেন, 'আমরা সরকার অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা প্রকাশ করেছি। কিন্তু কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুমোদিত ভিসি, প্রোভিসি ও ট্রেজারার না থাকলে তা দেখার দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের'। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সংবাদকে বলেন, 'প্রাইম ইউনিভার্সিটির মালিকরা বিতর্ক হয়ে রাজধানীর উত্তরা ও নিরপুরে ক্যাম্পাস পরিচালনা করছে এবং উভয়পক্ষ নিজেদের প্রকৃত মালিক বলে দাবি করেছে। এ নিয়ে উচ্চ আদালতে মামলাও চলছে। অথচ মন্ত্রণালয়ের মতামত ছাড়াই ইউজিসি একাধিকবার গণবিজ্ঞপ্তি জারি করে বলেছে, ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরপুর ক্যাম্পাসের পরিচালকরাই প্রকৃত মালিক'।

এদিকে ইউজিসি'র বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কর্মকর্তারা বলছেন, এই সরকারের আমলেই ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটির অবৈধ কার্যক্রম সম্পর্কে কমপক্ষে তিনবার তদন্ত প্রতিবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হয়েছে। কিন্তু মোটা অঙ্কের টাকার অনৈতিক সুবিধা ভোগ করে ওই বিশ্ববিদ্যালয়টির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই নেয়নি মন্ত্রণালয়। ফলে ৯ বছর ধরে অবৈধভাবে চলছে বিশ্ববিদ্যালয়টি।

অবৈধ আউটার ক্যাম্পাস নিয়ে বিভ্রান্তি : শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে, কমপক্ষে ৯টি বিশ্ববিদ্যালয় অবৈধ আউটার ক্যাম্পাস পরিচালনা করছে। অথচ ইউজিসি বলছে, মাত্র চারটি বিশ্ববিদ্যালয় অবৈধ আউটার ক্যাম্পাস পরিচালনা করছে। ইউজিসি সর্বশেষ গণবিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, কমিশনের স্বীকৃত নয় কিন্তু উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশ নিয়ে ঢাকায় অবৈধ আউটার ক্যাম্পাস পরিচালনা করছে চট্টগ্রামের আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা ও রাজশাহীতে অবৈধ ক্যাম্পাস পরিচালনা করছে নর্দান ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম শহরে অবৈধ আউটার ক্যাম্পাস পরিচালনা করছে বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবৈধ আউটার ক্যাম্পাস পরিচালনা করছে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ৯টি বিশ্ববিদ্যালয় অবৈধভাবে আউটার ক্যাম্পাস পরিচালনা করছে। এর মধ্যে সাউথ-ইস্ট ইউনিভার্সিটির নামে অবৈধভাবে আউটার ক্যাম্পাস চলছে সিলেট, মোরেলগঞ্জ, বাগেরহাট, খুলনা ও যশোরে। এশিয়ান ইউনিভার্সিটির নামে অবৈধভাবে আউটার ক্যাম্পাস পরিচালিত হচ্ছে রাজশাহী ও খুলনায়। ইউনিভার্সিটি অফ ইনফরমেশন সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির নামে অবৈধ আউটার ক্যাম্পাস পরিচালনা হচ্ছে চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে।